তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....
21 2002

শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশ

শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট প্রতিবেদন পেশ করিয়াছে। কমিটি শিক্ষার মানোন্নয়ন, নকল প্রতিরোধ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেশনজটের অবসান, নোট বই-গাইড নিষিদ্ধ, কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্যের অবসান প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থিত করিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করিবার মতো বহুল আলোচিত ও স্পর্শকাতর ইস্যুও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিবার বিষয়টিই শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য– বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের সহিত প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়কালে এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়াছে। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগীসহ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় শেষে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আমরা উহাকে স্বাগত জানাই। জাতীয় সংসদেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা হওয়া উচিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে শিক্ষানীতি ও সংস্কারের বিষয়ে কমিশন ও কমিটি কম হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে যে কোন নূতন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন পরিণত হয় রুটিন কাজে। কিন্তু উহার প্রতিবেদন প্রকাশের পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়া যায়। পাকিস্তান আমলে জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশন এবং বাংলাদেশে আশির দশকে এইচএম এরশাদের শাসনামলে মজিদ খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছিল সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমএ বারীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সময়ে এইরূপ অনভিপ্রেত পরিস্থিতি যাহাতে সৃষ্টি না হয়, চারদলীয় জোট সরকার সেই বিষয়ে সচেতন বলিয়া ধারণা করা যায়। ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করিবার বিষয়ে প্রতিবেদনের সুপারিশ লইয়া বিতর্ক ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। এই ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সকল রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে সরকার বিশেষভাবে আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছে। তবে এই স্পর্শকাতর ইস্যুর ডামাডোলে যেন প্রতিবেদনের মূল ইস্যুগুলি চাপা পড়িয়া না যায় সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সচেতন থাকিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিব। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অনেক গলদ রহিয়াছে, উহাতে দ্বিমত কম। প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার মান রীতিমতো হতাশাজনক। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছে সেইগুলি আলোচনার মুখ্য ইস্যুতে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। বিশ্বব্যাপী মেধা ও মননের যে প্রতিযোগিতা উহাতে সমানতালে শামিল থাকিতে হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক মঞ্চের পরিবর্তে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করাই কাঙ্ক্ষিত। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ছাত্ররাজনীতির নামে কয়েক বৎসর ধরিয়া যাহা চলিতেছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীর উহার প্রতি বিন্দুমাত্র সমর্থন নাই। সন্ত্রাস-নির্ভর ছাত্ররাজনীতিকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা সঠিকভাবেই মনে করে যে ক্যাম্পাসে মিটিং-মিছিল করিয়া শোরগোল তুলিবার ঘটনায় ছাত্রছাত্রীদের অধিকারের প্রতিফলন ঘটে না, বরং বিঘ্নহীন পড়াশোনার পরিবেশেই তাহাদের স্বার্থ নিহিত। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রসমাজের গৌরবময় অবদান আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। কিন্তু যুগের দাবি এখন ভিন্ন। অধ্যয়নই হইতে হইবে ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র তপস্যা। শিক্ষকদেরও আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র এই একটিই। তাহারা ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন এবং একই সঙ্গে নিয়োজিত থাকিবেন নিজেদের মানোন্নয়নে, ইহাই জাতির প্রত্যাশা। এই জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান ও পরিবেশ সৃষ্টি করাই সরকারেরও দায়িত্ব। একই সঙ্গে 'আপনি আচরি ধর্মের' প্রবাদটিও সরকারকে মনে রাখিতে হইবে। তাহারা ছাত্র-শিক্ষকদের কোন অংশকে বিশেষ সুবিধা কিংবা অন্যায় কাজে প্রশ্রয় না দিলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা অনেকটাই সহজ হইবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার সাধন করিতেও এইরূপ পক্ষপাতহীন মনোভাব অপরিহার্য।